দৈনিক সংবাদ 094

তারিখ 08 APR 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন )

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীদের ১-৩-৮৭ তারিখের সকাল দশটায় নির্ধারিত পরীক্ষা ভি,সি সাহেব তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক বিকেল দেড়টায় শুরু করেন। ছাত্র ধর্মঘটের কারণে ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রদের ট্রেন ও শিক্ষকদের বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে চলাচল করতে পারেনি। ফলে ঐদিন দেড়টায় যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে শতকরা ৫০ জনের কম ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পুরা তিন ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার সময় পায়নি। কারণ যানবাহনের অচলাবস্থা এবং ধর্মঘটের ভীতি-সন্ত্রাসের মধ্যে শহর হতে শিক্ষাঙ্গনের দূরত্ব দশ মাইল পথ অতিক্রম করে কোন কোন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র এক দেড় ঘন্টা বাকী থাকতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এ ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তিন ঘন্টার জায়গায় মাত্র এক-দেড় ঘন্টা সময় নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক ও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার শামিল।

উপরোক্ত পরীক্ষায় ঐদিন যারা আদৌ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি কর্তৃপক্ষ পুনরায় তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। পক্ষান্তরে, ১/২/৮৭ তারিখে যে সকল ছাত্রছাত্রী মাত্র এক-দেড় ঘন্টার জন্য ঐদিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এ পরীক্ষায় তাদের ভবিষ্যত হয়তো হতাশাগ্রস্ত ছাড়া আশাব্যঞ্জক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার মেয়ে ঐদিন হরতালের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র এক ঘন্টা দশ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে আরও অনেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পুরা তিন ঘন্টা সময় না পাওয়া ও যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে দায়ী নয়। সুতরাং অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জের প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এবং পারোক্ষভাবে তাদের অভিভাবকদের উপর বর্তানো আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় বলে আমি একজন অভিভাবক হিসাবে মনে করি।

এমতাবস্থায়, আমার ও আমার ন্যায় অন্য অভিভাবকদের আবেদন, যারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে এবং যারা মাত্র এক-দেড় ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার সময় পেয়েছে তাদেরকে মানবিক কারণে পুনরায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হবেন।

মোঃ আবু শামা গাজী
উপ-ব্যবস্থাপক,
তদন্ত শাখা,
"কসকর"
৫৮,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।